১৮-০২-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- সর্বদা এই নেশাতে থাকো যে , বাবা আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন , এখন সকলকেই ফিরে যেতে হবে । "

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এই সময় সবথেকে বড় কোন্ পূণ্যের কাজ করো ?

উত্তর :- নিজের সবকিছু শিববাবার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া -- এ হলো সবথেকে বড় পুণ্য । বাবাকে সবকিছু সমর্পণ করে তাঁর শ্রীমতে চললে অনেক বড় উঁচু পদ মিলবে ।

প্রশ্ন :- কোন্ একটি নতুন কথা মানুষের বুদ্ধিতে খুব মুশকিলে বসে ?

উত্তর :- শিববাবা , যিনি নিরাকার , তিনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছেন , তিনিই সবথেকে বড় আসামী , তাঁরই উঁচুর থেকে উঁচু পার্ট , এই নতুন কথাই মানুষের বুদ্ধিতে খুব মুশকিলে বসে।

গীত :- আজ সকালে ইনি কে এলেন .....

ওম্ শান্তি । শিববাবা এসে তাঁর নিজের বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন -- বাচ্চারা তো বুঝেই গেছে যে শিববাবা নিরাকার এবং আমরা বাচ্চারাও নিরাকার । তিনি এই বাচ্চাদেরই বুঝিয়ে বলেন । এই যুক্তি একমাত্র এই বাবার কাছেই আছে । বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন যে , ভগবান কার সাথে কথা বলেন ? তিনি তাঁর নিজের সন্তান আত্মাদের সাথে কথা বলেন । বাচ্চারাও এই কথা জানেন এবং বাবাও জানেন । আত্মা তো শরীর ছাড়া কিছুই শুনতে পায় না । শরীরের দ্বারাই আত্মারা শুনতে পারে । এই হলো একমাত্র সত্সঙ্গ যেখানে পরম পিতা পরমাত্মা বসে বোঝান যে, বাকি যে সব আত্মারা আছে , তাদের সকলকে এখন সাথে করে নিয়ে যেতে হবে কারণ এই নাটকের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । এই কথা হলো সমস্ত ভারতবাসির কথা । বাবা এই ভারতেই আসেন এবং তিনি ভারতবাসিদেরই বলেন -- বাচ্চারা তোমরা সবথেকে বেশী সময় ধরে এই অভিনয় করে এসেছো । তোমরাই সত্যযুগে দেবী - দেবতা ছিলে । এখন তোমরা শূদ্র হয়ে গেছ । আবার আমিই তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়িয়ে দেবী - দেবতা বানাই , কিন্তু অন্যদের কি করে পড়াবো । গীতাও হলো এই ভারতেরই । প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ধর্মের বই আছে । আর যে সব ধর্মপিতারা এখানে আসেন তারা সকলেই মানুষ । তাদের সকলেরই নিজের নিজের শরীর আছে । ইনি হলেন সমস্ত আত্মাদের নিরাকার বাবা , যিনি পূর্ণজ্ঞানী । যিনি এই বিশ্ব নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন । তোমাদের বাচ্চাদেরই বাবাকে পড়াতে হবে কেননা তোমরাই আবার নতুন করে চক্রবর্তী রাজা হতে চলেছ । সবাই তো মানুষ থেকে দেবতা হতে পারবে না । যারাই সর্ব প্রথমে দেবী - দেবতা ধর্মের লোক হবে তাদেরই আবার চারা লাগানো হবে , যখন এই দেবী দেবতা ধর্মের সম্পূর্ণ স্থাপন হয়ে যাবে তখন অন্য সমস্ত মঠ বা পথের বিনাশ হয়ে যাবে । সমস্ত আত্মাদেরই বাবা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । বাবা এই পতিত দুনিয়াতেই আসেন , তিনি এসেই সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান । বাচ্চারা জানে যে যেই সহজ রাজযোগ আমরা আগের কল্পে শিখেছিলাম , এখন আমরা সেই রাজযোগই আবার শিখছি ।

বিনাশ যখন কাছে আসবে তখনই সকলের চোখ খুলবে । এখন কেবল তোমরাই নিশ্চিত যে পরমপিতা পরমাত্মার এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ ঘটে । এই গায়ন ও হয় যে গাইড বা উদ্ধারকর্তা আসবে -- যিনি সবাইকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন । এই যিনি ব্রহ্মা বাবা তাঁর শরীরেই পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন । তাহলে ইনি কতো বড় আসামী হলেন । তোমাদের বাচ্চাদের এই খুশীতে থাকতে হবে যে বাবা আমাদের নিতে এসেছেন । তিনি বলেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এই সম্মানের সঙ্গে খুব অল্পই করতে পারে । ভগবানের কত মহিমা । তিনি হলেন সর্বশক্তিমান । দ্বিতীয় অন্য কারোর এই মহিমা নেই । এই সম্মান তোমাদের বাচ্চাদের রাখতে হবে । তোমরা যখন সংগঠনে থাকো তখন তোমাদের বাবাকে খুব ভালো স্মরণ থাকে কিন্তু যখন এদিক ওদিক চলে যাও তখন স্মরণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে । প্রতি মুহূর্তে নিজেকে দেহী - অভিমানী ভাবতে পারলে তাহলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে । এমন বাবার সাথে খুব সম্মানের সাথে চলতে হবে । কিন্তু বাবা খুব সাধারণ হওয়ার ফলে সেই সম্মান রাখতে পারো না । তোমরা বুঝতেও পারো যে বাবা হলেন কালেরও কাল , এই যে শিববাবা যাকে তোমরা বাপদাদা বলো , তিনি সবাইকে সাথে নিয়ে যাবেন । বাবার পার্ট হলো উঁচুর থেকে উঁচু , যাকে সারা দুনিয়া স্মরণ করে । আত্মা কি জিনিস তা অন্য কেউ বলতে পারে না । মানুষ বলে এ হলো লিঙ্গ । পুজো তো শিবলিঙ্গেরই হয়ে থাকে । আমরাও লিখি জ্যোতির্লিঙ্গম । কিন্তু বাস্তবে এতো বড় হয়ই না । এ তো একটা ছোটো তারার মতো । এতেই সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে । এও কারোর বুদ্ধিতে আসে না । যখন মানুষ শুনবে যে আত্মা হলো তারার মতো , পরমাত্মাও তারার মতো , তখন আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এতবড় শক্তিশালী এনার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইনি পুরো ৮৪ জন্ম নেন , এঁনার মধ্যে বসে এই শক্তিশালী পরমাত্মাই সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন যে তোমরা হলে আত্মা । তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের এই খেয়াল আসে যে আত্মা কত ছোটো একটা বিন্দু । তার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট আছে যা নিজের সময় মত সঠিক ভাবে রিপিট করতে হবে । কিন্তু শিববাবার উঁচুর থেকে উঁচু পার্ট , যেমন ভাবে কোনো নাটকে রাজা রাণী উঁচু পার্ট পেয়ে থাকে । এও সেই বানানো নাটক যা রিপিট হতেই থাকে আর তোমরা বাচ্চারা এই কথা জানো যে উঁচুর থেকে উঁচু শিববাবাই সবথেকে উঁচু পার্ট পেয়েছে । তোমাদের বুদ্ধিতেই এই সম্পূর্ণ বেহদের নাটকের জ্ঞান রয়েছে । বাবা অর্থাত্ সুপ্রীম সোল কিভাবে সাধারণের শরীরে প্রবেশ করেন । শাস্ত্রে তো ঘোড়ার গাড়িকে অর্জুনের রথ করে দিয়েছে । রথের অর্থ কত বড় । এই ব্রহ্মা বাবা হলেন শিববাবার রথ । পরমপিতা পরমাত্মা নিজেই বলেন যে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলি । এই জ্ঞানের কথা কোনো শাস্ত্রে নেই । শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন এই কথা সম্পূর্ণ নতুন হওয়ার কারণে কারোর বুদ্ধিতেই ধারণ হয় না । এখন তাই বাবা বলেন যে বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও । এখন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মাই পড়ান , তাঁকেই স্মরণ করতে হবে যিনি এই শরীরে অবস্থান করছেন । তোমরা তো এনাকে দাদা বলতে । এই বাপদাদা হলেন কম্বাইন্ড । তোমরা তো বাপদাদা বলেই ডাকো । প্রথমে বাবা তারপরে দাদা । ইনিই আবার তোমাদের মাও । এই গুহ্য কথা তিনিই বুঝিয়ে বলেন । ইনিই হলেন ব্রহ্মপুত্র নদী । ইনি সাগর নন । বড়র থেকেও বড় নদী এনাকেই বলা হয় । তারপর হলো সরস্বতী । তোমরা হলে জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান - গঙ্গা । দুনিয়ার মানুষ কিন্তু অন্য ছবি বানিয়ে দিয়েছে । ব্রহ্মপুত্র কোথা থেকে বের হয়েছে , এ তারা কি করে জানবে । আবার সিন্ধু , সরস্বতীর নামও আছে । শাস্ত্রে কিছু না কিছু এর উল্লেখ আছে । আত্মাই পবিত্র আবার আত্মাই পতিত হয় । এই কথা শরীরের জন্য বলা হয় না , এই কথা আত্মার জন্যই বলা হয় । এই সময় প্রায়

সকলেই পতিত । কারোর শরীরই তো এখন পবিত্র নয় । সকলেই এখন পাপ আত্মা । সবথেকে বড় পুণ্য আত্মা তোমরাই হও । তোমরা সবকিছুই শিববাবাকে সমর্পণ করে দাও । এমন অনেকেই আছেন যারা এক একটি জিনিস সমর্পণ করেন । যেমন লোভকে সমর্পণ করবে তাহলে অমুক জিনিস ছেড়ে দেবে । এখানে তোমরা যখন বাবার হয়ে যাও তখন সমস্তকিছুই বাবাকে সমর্পণ করে দাও । বাবা তার পরিবর্তে তোমাদের ঈশ্বরীয় সম্পত্তি দিয়ে থাকেন । যে যতটা ঈশ্বরীয় শ্রীমতে চলে , যতটা বাবাকে সমর্পণ করতে পারে , সে বাবার থেকে ততটাই পেতে পারে । প্রধান বিষয় হলো শিববাবাকে স্মরণ করা । শিববাবা এখানে পড়াতে আসেন । সারাদিন তো তিনি এই ব্রহ্মা বাবার মধ্যে থাকেন না । এ হলো এক সেকেন্ডের কথা । তোমরা স্মরণ করলেই বাবা এসে যাবেন । তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা সবসময় এখানেই আছেন কিন্তু এই কথা নিজেরাই ভুলে যাও । এই সময় বাবা নিজেই বলেন যে আমি সকলকে নিতে এসেছি । আমাদের বিবেকও বলে যে বিনাশ তো অবশ্যই হবে । এখন তো অনেক মানুষ হয়ে গেছে । তাই বিনাশেরও সম্পূর্ণ প্রস্তুতি চলছে । এই কথাও শুধুমাত্র তোমরাই জানো । বাকি অন্যেরা যদিও বা বলে যে বিনাশ হবে কিন্তু তার পরে কি হবে তা কেউই জানে না । তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুসারেই সকলে জানতে পারে যে বাবা এসেছেন এবং রাজধানীও স্থাপন হচ্ছে । আমরাও বাবারই সাথে এই সেবায় সাহায্যকারী । আমরাই কাঁটাকে ফুলে পরিণত করছি । ভক্তিমার্গের লোকেরা তো বাবাকে সঠিকভাবে জানে না । যদি মানুষ বলে যে শাস্ত্র পাঠ করলেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে , তাহলে তো সকলেরই পরমাত্মার কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত । কিন্তু বাবা বলেন কেউই এখন পরমধামে ফিরে যায় না । কেউ কেউ ভাবে যে নতুন দুনিয়া আবার নতুন ভাবে উত্পন্ন হবে । দুনিয়াতে আনেক মত - মতান্তর আছে । বাবা বলেন যে এ সবই অসত্য । সত্য একমাত্র বাবাই বলে থাকেন । বলা হয় সত্ শ্রী অকালমূর্ত । সকল আত্মাই অকালমূর্ত । তাই সত্ শ্রী অকাল একজনই । বাকি সবই অসত্য অর্থাত্ মিথ্যে । সত্য কথা জ্ঞানের কথার জন্য বলা হয় । ঈশ্বরের জন্য দুনিয়ার মানুষ যে জ্ঞান দেয় , সেই সবই মিথ্যা । ঈশ্বরীয় জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বর এসেই দিতে পারেন । তোমাদের বাচ্চাদের এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে , এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে , তাই এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । যেমন নাটকের শেষ সিনে অভিনেতারা ভাবে যে নাটক শেষ হতে চলেছে , এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমরাও তেমনই অভিনেতা , তাই আমাদেরও এই জ্ঞানের কথা জানা উচিত যে আর অল্প সময়ই বাকি আছে । বাবা এসেছেন , তিনি আমাদের সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যাবেন । কিন্তু কখন নিয়ে যাবেন সেই কথা বলেন না কারণ এই হলো নাটক । হঠাত করেই সব কিছু হতে থাকবে । যতটা পারা যায় অন্যকেও এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে । যারা বুঝবে তারা অতটা বুঝবে না যে এই কথাই সম্পূর্ণ ঠিক কিন্তু যারা বোঝাবে তারা অবশ্যই বুঝবে তাই তো তারা বোঝাবে । তোমাদের বাচ্চাদের এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে যে -- হদ বা লৌকিক বাবার থেকে তো জন্ম - জন্মান্তরের জন্য বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে এসেছো । এখন এই বেহদের বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নাও । যারা আগের কল্পে এই সম্পত্তি নিয়েছিলো তাদেরই এই তীর লাগবে । তোমরা বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে এই কথা স্মরণ করো যে আমাদের এখন শান্তিধামে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে । যারা সরকারের কাজ করে তারা ৮ ঘন্টা কাজ করে তাই তোমাদেরও এই স্মরণের যাত্রা ৮ ঘন্টা করতে হবে । শেষকালে তোমরা যখন ৮ ঘন্টা এই সেবায় থাকবে তখনই সম্পূর্ণ বর্সা নিতে পারবে । সবাই তো তা করতে পারবে না । কেউ যদি জোর করে এই পুরুষার্থ করে তাহলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে । লক্ষ্য খুবই ভারী ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবাকেই সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে হবে । কখনো কখনো ব্রহ্মাবাবারও এই খেয়াল আসে যে , ব্যস এবার তো সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।বাবার সংস্কার এদের মধ্যে ভরতে থাকতেন । ইনিও পুরুষার্থী । এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে তাই সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে এই কথাও যদি কেউ স্মরণ করে তাহলে তাকে বলা হবে "মনমনাভব ।"
তোমরা বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছো । সামনে বসে শুনলে সব কথা মনে গেঁথে যায় । প্রতি মুহূর্তে তোমরা স্মরণ করতে থাকো যে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাদের এখন মৃত্যু ভয় চলে গেছে । মৃত্যুকে কখনো ঘাবড়াবে না । তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে । দেহী - অভিমানীরা ভালো সেবা করতে পারে । জ্ঞানী আত্মাদেরই চাই । প্রদর্শনীতে যারা ধ্যান করে তাদের থেকেও জ্ঞানী আত্মাদের বেশী প্রয়োজন । জ্ঞানী আত্মারাই প্রিয় হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নতুন রাজধানী স্থাপনের জন্য বাবার এই সেবাকাজে সাহায্যকারী হতে হবে । কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে ।

২) কম করে ৮ ঘন্টা স্মরণের যাত্রার অভ্যাস করতে হবে । মৃত্যুতে ঘাবড়ালে হবে না কেননা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে " এখন ঘরে যেতে হবে ।

বরদান :- বাবার সমস্ত সম্পত্তিকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে এবং এই সম্পত্তিকে বাড়িয়ে সর্বদা নিজে ভরপুর থেকে বালক এবং একই সঙ্গে মালিক হও ।

বাবা সকল বাচ্চাদেরই একরকম সম্পত্তি দিয়ে বালক এবং মালিক বানিয়েছেন । সম্পত্তি সবাইকে একইরকম দিয়েছেন কিন্তু কেউ যদি ভরপুর না হতে পারে তার কারণ হলো সম্পত্তি সামলানো বা বাড়ানো তার আয়ত্তের বাইরে । সম্পত্তি বাড়ানোর উপায় হলো সবার মধ্যে তাকে বিলিয়ে দেওয়া আর সামলানোর উপায় সেই সম্পত্তিকে বার বার চেক করা । নজরদারি আর চেক করা -- এই দুটো যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে সম্পত্তি সর্বদা সুরক্ষিত থাকে ।

স্লোগান :- প্রতিটা কর্ম যদি অধিকারী হয়ে আর নেশার সঙ্গে করো তাহলে পরিশ্রম করতেই হবে না ।